FEB. 1 8 2001

রা.বি ক্যাম্পাস, মেহেরচণ্ডীতে এখনো উত্তেজনা, এলাকাবাসীর লাঠি মিছিল

ধ্বংসযজ্ঞে ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণ চায় ❑ বিডিআর টহল অব্যাহত, তদন্ত কমিটি গঠন

সাইদুর রহমান, রাজশাহী থেকে : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শুক্রবারের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পর গতকাল শনিবারও ক্যাম্পাস সংলগ্ন গ্রামগুলোতে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিল। মেহেরচণ্ডী, বুধপাড়া ও বিনোদপুরের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ নজিরবিহীন এ ধ্বংসলীলায় চরম ক্ষুব্ধ।

এলাকাবাসীরা গতকাল সকালে মেহেরচণ্ডীতে এক সভায় মিলিত হন এবং পরে লাঠিসোটা নিয়ে জঙ্গি মিছিল বের করে। ব্যবসায়ী ও গ্রামবাসীরা মিছিল থেকে ঘটনার জন্য জামাত-শিবিরকে এবং পুলিশি ব্যর্থতাকে দায়ী করে স্লোগান দেয়। ব্যবসায়ীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন চত্বরে মিছিল শেষে এক সমাবেশে সহিংসতার জন্য জামাত-শিবির চক্রকে দায়ী করেন এবং তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার্থে শুক্রবার রাত ৮টা থেকে বিপুলসংখ্যক বিডিআর, আর্মড পুলিশ

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

রা.বি ক্যাম্পাস, মেহেরচণ্ডীতে

● প্রথম পাতার পর

মোতায়েন করা হয়। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের জন্য রাজশাহী রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স এবং রাজশাহী জেলা, নওগাঁ, নাটোর ও বগুড়া থেকেও বহুসংখ্যক পুলিশ ক্যাম্পাসের চারদিকে অবস্থান নিয়েছেন।

শুক্রবারের ধ্বংসযজ্ঞে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনবাজার, স্টেডিয়াম মার্কেট, লাইব্রেরির সামনের বিপণি বিতান এবং মেহেরচণ্ডী গ্রামে সর্বসাকুল্যে ৩ শতাধিক দোকান ও বাড়িঘর লুটপাট ও অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। এতে ১০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মতে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরো বেশি।

এলাকাবাসী গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে এলাকার ওয়ার্ড কমিশনার নূর মোহম্মদ মোল্লা, ২৮ নং ওয়ার্ড কমিশনার আনসার আলী, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি একরাম আলী, আবু বকর সিদ্দিক, জাকিরুল ইসলাম ও ফয়জুল ইসলাম খান বক্তব্য রাখেন।

এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতো গতকাল বিকাল ৪টার মধ্যেই সকল ছাত্রছাত্রী আবাসিক হল ত্যাগ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ বন্ধ ঘোষণা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ ও দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের জন্য সৈয়দ আমীর আলী হলের প্রভোস্ট ও সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর মোখলেসুর রহমানকে আহ্বায়ক করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। গতকাল হল ত্যাগকৃত ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় বাসে নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে পুলিশ প্রহরায় পৌঁছে দেওয়া হয়।

এদিকে ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল সন্ধ্যায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে এক সভার আয়োজন করা হয়। এতে মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট খায়রুজ্জামান লিটন উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে ছাত্রলীগ এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। এতে নগর ছাত্রলীগ সভাপতি নাইমুল হুদা রানা, সাধারণ সম্পাদক শাহেন আলী শোভা, সহসভাপতি মুফিদুজ্জামান জুরাত ও সজল বক্তব্য রাখেন। ছাত্রলীগ রা.বি. সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক পিন্টু, ছাত্রদল রা.বি, আহ্বায়ক তাইফুল ইসলাম টিপু, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য, ছাত্রদল নগর সভাপতি শফিকুল হক মিলন, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিক, ছাত্রশিবির নগর সভাপতি শাহাদাত হোসাইন, জেলা ছাত্রদল সভাপতি খন্দকার মিজানুর রহমান পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। জাসদ রাজশাহী জেলা সভাপতি আলিমুজ্জামান আলো, সম্পাদক মজিবুল হক বাকু, নগর নেতা আব্দুল্লাহ মাসুদ শিবলী এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মিজানউদ্দিন ও সম্পাদক প্রফেসর সফিকুন্নবী সামাদী পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও গ্রামবাসীদের মধ্যে দীর্ঘ ৬ ঘণ্টার সংঘর্ষের পর গতকাল সেসব এলাকায় ভুতুরে পরিবেশ বিরাজ করে। এলাকাবাসীর মধ্যে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। চোখেমুখে ভীতি ও আতংকের ছাপ। ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এলাকাবাসী। বাড়িঘর, দোকানপাট, দোকানের মালামাল-আসবাবপত্র ও মূল্যবান জিনিসপত্র ভস্মীভূত হয়েছে। কর্মহীন হয়ে পড়েছে তিন শতাধিক পরিবার। এদের কারো ছিল দোকান, কেউবা এসব দোকানে কাজকর্ম করে খেতো।